১৭

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১......

শিক্ষাজীবনঃ পাস-ফেল-ভর্তি

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তি এখন একটি বড়ো সমস্যা। পরীক্ষা শেষ হইতে না হইতেই এই সমস্যা শিক্ষার্থী ও অভিভাবককুলকে চিন্তিত করিয়া তোলে। এই সমস্যা এখন প্রাথমিক স্তর হইতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের, সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত। প্রতি বছর রাজধানীর ভালো স্কুলগুলিতে ছাত্র ভর্তির যে চিত্র চোখে পড়ে তাহা হইতেই প্রাথমিক স্তরে ভর্তি সমস্যার অবস্থাটা আঁচ করা যায়। ইহারই পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক স্কুলগুলির জীর্ণ করুণদশা, সেখানে বরং ছাত্র-ছাত্রী পাওয়াই সমস্যা। সম্প্রতি এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। অল্প কিছুদিন পরেই এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবে। এবারের এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রায় পোনে চার লাখ শিক্ষার্থীর সকলেই পরবর্তী পর্যায়ে পড়াশোনার সুযোগলাভে সমর্থ হউক ইহাই আমাদের প্রত্যাশা। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাস্তব অবস্থা এমনি কঠিন যে, উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী-দের অনেকেই হয়তো উচ্চশিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে নানা কারণে। বলাবাহুল্য ইহার মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণের পাশাপাশি ভর্তি সমস্যাও একটি বড়ো কারণ। কলেজগুলিতে আগে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি করা হইত। ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা যাচাইয়ের এবং শিক্ষার্থীদের বেসিক নলেজেরও একটা পরিচয় পাওয়ার ব্যবস্থা হইত। সবক্ষেত্রেই যে পরীক্ষা ব্যবস্থা দুর্নীতিমুক্ত এমন দাবি করারও উপায় নাই। নকল প্রবণতা এবং নানাবিধ দুর্নীতি আমাদের প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির বড়ো ত্রুটি হিসাবে চিহ্নিত। শিক্ষা ব্যবস্থার এই পর্যায়ে অর্থাৎ যেখানে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে নকল ও দুর্নীতির নানা কলুষতা হইতে ততোটা মুক্ত করা যায় নাই সেখানে ভর্তির ক্ষেত্রে এই জটিলতা সৃষ্টি তরুণ শিক্ষার্থীদের নতন সংকটে ফেলিয়া দেওয়ারই নামান্তর।

শিক্ষা ব্যবস্থায় এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও জটিলতা কবে দূর হইবে বলা কঠিন। নিত্য-নূতন পদ্ধতির নামে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠ্য বইয়ের বোঝা, পাঠ্যসূচীর জটিলতা তরুণ শিক্ষার্থীদের দিন দিন কিভাবে শিক্ষা ও শিক্ষা জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও অনাগ্রহী করিয়া তুলিতেছে তাহার সার্বিক পরিসংখ্যান গ্রহণ করা হইলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকিবে না। ইহা একটি দেশের সার্বিক জনজীবনের উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষণ নয়। শিক্ষার সহিত আনন্দের দিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হইতে এই স্বপ্ন ও আনন্দের দিকটি যেন হারাইয়া যাইতে বসিয়াছে। শিক্ষা হইয়া উঠিয়াছে নিরস পাঠ্য বইয়ের সমাহার মাত্র। বহু তরুণ-কিশোর আজ যে হতাশা ও অস্থিরতার শিকার তাহার পিছনে এই শিক্ষা জীবনের দুর্বিষহ পরিস্থিতিও বহুলাংশে দায়ী কিনা তাহাও আমাদের সকলেরই হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে হইবে।

একদিকে প্রাথমিক স্তরেই অগণিত শিশু-কিশোর শিক্ষা জীবন হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়া হারাইয়া যাইতেছে অন্যদিকে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি হইতেছে প্রতিবন্ধকতা ও অন্তরায়। দেশে যতো মার্কেট আর সুদৃশ্য দালানকোঠা হইয়াছে তাহার একভাগও উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয় নাই। সাইনবোর্ড সর্বস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের এই দৈন্য ঘুচাইতে পারিবে না। এ ব্যাপারে আমাদের সকলেরই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। প্রতি বছর এই যে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ফেল করে তাহাদের কথাই বা কয়জনে ভাবে? এদিকে পাস করিয়াও কতোজন পরবর্তী শিক্ষার ধাপে অগ্রসর হইতে পারে, কতোজন ভর্তির সুযোগ পায় তাহাও কেহই তেমন ভাবিয়া দেখার গরজ বোধ করেন না। এইভাবেই শিক্ষা জীবন চলিতেছে এই অবস্থার অবসান হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজন আনন্দের মধ্যে জ্ঞান আহরণের উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রক্রিয়া।